CHITRACHINTAA JOURNAL

Bilingual publication on photography Vol. 01 No. 01 October 2025

চিত্রচিন্তা
CHITRACHINTAA PHOTOGRAPHERS CIRCLE

www. chitrachintaa.com/journal

সূচিপত্র
Contents

	Page
সম্পাদকীয়	01
Editorial	03
শশীভূষণের ক্যামেরায় চট্টগ্রামের বলীখেলা- সাহাদাত পারভেজ	04
Bolikhela of Chittagong in Shashi Bhushan's Camera - Shahadat Parvez	08
ফটোগ্রাফিক স্টুডিও : ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট - মীর শামছুল আলম বাবু	10
Photographic Studio: Historical Reality and Current Context Mir Shamsul Alam Baboo	16
আলোকচিত্রে 'গল্প-বলা'- আশিস শূর	20
Storytelling in Photography - Asis Sur	24
একটি ছবির ডিকনস্ট্রাকশন থেকে আমরা কি পেতে পারি? - সফিকুল আলম	26
What Can We Gain from the Deconstruction of an Image? - Shafiqul Alam	28
Sebastião Salgado: A Light That Endures- Leo Saldanha	29
সেবাস্তিয়াও সালগাদো: এক চিরন্তন আলো - লিও সালদানহা	32
কেনিয়ার দিনলিপি - নির্মাল্য ভট্টাচার্য্য	33
Diary of keneya- Nirmalya Bhattacharya	40
আবেগ ও বাস্তবতা: সাদা-কালো ফটোগ্রাফির শিল্পকলা - মোহাম্মদ রকিবুল হাসান	42
Emotion and Reality: The Art of Black-and-White Photography - Mohammad Rakibul Hasan	49
Gorky- A Story of Cyclone - Ibrahim Iqbal	53
সন্তোষ রাজগড়িয়ার ছাত্র -স্বরূপ দত্ত	62
A Disciple of Santosh Rajgarhia - Swarup Dutta	67
ফটোস্টোরি এবং ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফির একাডেমিক পার্থক্য - জিয়া রায়হান	70
Academic Differences Between Photo Story and Documentary Photography - Zia Raihan	76
অলস প্রহরের ছবি- আহমেদ রাসেল	78
The Image of a Sluggish Hour - Ahmed Russell	82
Cover Image- Elizabeth Wenda	

সম্পাদকীয়

চিত্রচিন্তা এই নামটি মূলত বেছে নিয়েছিলাম একটি জার্নাল প্রকাশের স্বপ্ন নিয়ে। সময়টা ছিল কোভিড- ১৯-এর চরম আতঙ্কের দিন। একেবারে জেলবন্দির মতো ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় তখনই মনে এলো ফটোগ্রাফি নিয়ে একটি পত্রিকা করলে কেমন হয়? প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর আগে আমার সে স্বপ্ন থাকলেও তখন প্রস্তুতি বা সামর্থ্য দুটোই সীমিত ছিল। সেই সীমাবদ্ধতাকে আমি ইতিবাচকভাবে নিয়ে এগোতে থাকি।

এর কয়েক মাস পর আসে বিশ্ব আলোকচিত্র দিবস- ১৯ আগস্ট ২০২০। সেদিনই চিত্রচিন্তাকে সামনে আনি ভিন্নভাবে সামাজিক মাধ্যমে ফটোগ্রাফি বিষয়ক লাইভ আয়োজনের মাধ্যমে। এরপর ধীরে ধীরে এটি সংগঠনের রূপ নেয়। একসময় ভুলেই গিয়েছিলাম আমার মূল উদ্দেশ্য তো ছিল একটি পত্রিকা!

দীর্ঘ দুই বছরের প্রচেষ্টার পর অবশেষে আজ চিত্রচিন্তাকে তার প্রকৃত রূপে হাজির করতে পারলাম। এ যে কতটা স্বস্তির, তা ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

প্রথম সংখ্যা হিসেবে আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছি কারণ এতে পেয়েছি অনেক মূল্যবান লেখকের লেখা। তাঁদের লেখাগুলোর সম্পাদনা করা যেন এক প্রকার দুঃসাহসই হত। আমি কেবলমাত্র লেখাগুলো সংগ্রহ করেছি সে হিসেবে কেউ যদি আমাকে ময়মনসিংহ গীতিকার চন্দ্রকুমার দে বলে, তাতেও আমার আপত্তি নেই! ইতিহাস জানে তিনি ড. দীনেশচন্দ্র সেনের নামের সাথেই উচ্চারিত হন।

আজকের যুগে একটি জার্নাল করা প্রযুক্তির কল্যাণে খুব কঠিন নয় তবে ইচ্ছেটাই আসল বিষয়। আমি বাংলাদেশের প্রচলিত ভালো ফটোগ্রাফি পত্রিকাগুলোর মতো প্রিন্টেড সংস্করণে যাইনি। এর কারণ একাধিক- একদিকে ছাপাখানার পরিশ্রম ও অর্থব্যয়, অন্যদিকে বাণিজ্যিকীকরণ। কোনো সংখ্যা বিক্রি না হলে পরের কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা থাকে।

তাছাড়া, এই জার্নালের উদ্দেশ্য কেবল বাংলাদেশি পাঠকের জন্য নয় বিশ্বজুড়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছানো। আমাদের একটি সচল ওয়েবসাইট আছে, যেখানে যে কেউ সহজেই জার্নালটি ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। আমি অনুসরণ করেছি FIAP, PSA, IIG সহ বিশ্বের অনেক অনলাইন ফটোগ্রাফি জার্নালকে।

এ সংখ্যায় দেশের বাইরের লেখকরাও যুক্ত হয়েছেন। যদিও পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের "বিদেশি" বলা খানিক অস্বস্তিকর কারণ আমাদের মাতৃভাষা তো একই বাংলা। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ব্রাজিলের স্বনামধন্য লেখক Leo Saldanha-র প্রতি; সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি আলোকচিত্রী সালগাদোকে নিয়ে তাঁর অসাধারণ এক কাব্যময় প্রবন্ধ আমরা পেয়েছি, যা আমার মতো এক ক্ষুদ্র সম্পাদকের জন্য বড় সম্মান।

একটি সরল স্বীকারোক্তি না দিলে অন্যায় হবে এই জার্নালকে দ্বিভাষিক করার ক্ষেত্রে আমি অকাতরে সহযোগিতা নিয়েছি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে। সব লেখা আমি ক্রসচেক করেছি, এবং দেখেছি যদি সৃজনশীলভাবে ব্যবহার করা যায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সত্যিই এক কার্যকর সহযোদ্ধা। দ্বিভাষিক না হলে জার্নালটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেত না।

বাংলাদেশের এত গুণী চিন্তক ও আলোকচিত্রীকে এখানে একত্র করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। চিত্রচিন্তার মাধ্যমে তাঁদের চিন্তা ও কাজ যেন বিশ্বমঞ্চে পরিচিতি পায় এই আমার কামনা।

সাহাদাত পারভেজের লেখায় চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক জব্বারের বলীখেলার দুর্লভ ছবির প্রসঙ্গ এসেছে, যা আমাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে কারণ আমি নিজেও প্রতিবছর সেখানে ছবি তুলি। লেখাটিও তথ্যসমৃদ্ধ।

মীর শামছুল আলম বাবুর লেখায় আছে ফটোগ্রাফি স্টুডিওর ইতিহাস বিশেষত পূর্ববঙ্গের প্রেক্ষাপটে, যা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

রকিবুল হাসানের লেখা সাদাকালো ছবির নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এটি এক বিশ্বমানের রচনা, যেকোনো পাঠকের জন্য অবশ্যপাঠ্য।

সফিকুল আলমের ডিকনস্ট্রাকশন বিষয়ক ছোট তাত্ত্বিক লেখাটিও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ।

জিয়া রায়হান ফটোস্টোরি ও ডকুমেন্টারির পার্থক্য নিয়ে অসাধারণ একাডেমিক লেখা দিয়েছেন বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের

আলোকচিত্রীদের জন্য এটি এক প্রয়োজনীয় পাঠ্য।

এবার আসি পশ্চিমবঙ্গে আশিস শূরের স্টোরি টেলিং ইন স্টিল লাইফ ফটোগ্রাফি শিরোনামের লেখাটি অত্যন্ত অভিনব। আমরা সাধারণত মানুষকেন্দ্রিক গল্প বলি, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন নির্জীব বস্তুকেও কীভাবে প্রাণময় গল্পে রূপ দেওয়া যায়।

নির্মাল্য ভট্টাচার্য্যের আফ্রিকা ভ্রমণভিত্তিক লেখা পাঠককে নিয়ে যাবে সাভানার বিস্তীর্ণ বন্যভূমিতে অন্যান্য তাত্ত্বিক লেখার মাঝে এটি এক প্রশান্ত বিরতি।

সন্তোষ রাজগড়িয়া, পুরুলিয়ার কিংবদন্তি আলোকচিত্রী, জীবিত অবস্থায় চিত্রচিন্তার এক অনলাইন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর ছবিও আমাদের প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। তাঁর প্রয়াণ আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন তাঁর প্রিয় ছাত্র স্বরূপ দত্ত যাঁর লেখা সহজ, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।

১৯৯১ সালের চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় গোরকির তান্ডবের স্মৃতি এখনো অনেকে মনে রেখেছেন। সে সময়ের কিছু দুর্লভ ছবি তুলেছিলেন ইব্রাহীম ইকবাল তাঁর তরুণ বয়সের সেই ছবিগুলো আজ মূল্যবান দলিল। সেই ছবিগুলো এ সংখ্যায় যুক্ত করতে পেরে সত্যিই ভালো লাগছে।

পোল্যান্ডের আলোকচিত্রী Elizabeth Wenda- তার ছবি প্রচ্ছদে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের লেখাটিও যুক্ত করেছি নইলে আমি নিছক সংগ্রাহকই থেকে যেতাম! আমার লেখাটি ছবিকে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস। পাঠকদের কেমন লাগবে, তা তাঁদের হাতে ছেড়ে দিলাম।

সবশেষে, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাই সকল লেখক, আলোকচিত্রী ও সহযোগীদের প্রতি।

আহমেদ রাসেল

৩১ অক্টোবর ২০২৫

Editorial

1

Chitrachintaa — this name was first chosen with the dream of publishing a journal. It was during the peak of the COVID-19 pandemic, those suffocating days when we lived like prisoners within our own homes. In that confinement came the thought — how about a magazine on photography? Though the dream was born about five and a half years ago, at that time I had neither the preparation nor the capacity to make it happen. Yet I took that limitation as a challenge and kept moving forward.

A few months later came World Photography Day — 19 August 2020. On that very day, Chitrachintaa made its first public appearance — not as a magazine, but as an online photography talk show. Gradually it grew into an organization. Somewhere along the way, I almost forgot that my original dream was to create a journal!

After two long years of effort, Chitrachintaa finally appears today in its truest form. It is hard to express in words how deeply comforting that feels.

2

As editor of the first issue, I consider myself truly fortunate — because it features writings from many distinguished contributors. To edit their works felt like an act of audacity. I only collected their writings; in that sense, if someone calls me Chandrakumar Dey of the Mymensingh Geetika, I wouldn't mind! History remembers — his name is always uttered alongside that of Dr. Dinesh Chandra Sen.

In today's world, publishing a journal isn't technically difficult — thanks to technology. What matters is the intention. Unlike other well-known Bangladeshi photography magazines, I have not gone for a printed edition — for several reasons. Printing demands labor and cost, while also imposing commercial pressure. If an issue doesn't sell, enthusiasm for the next one fades.

Moreover, this journal isn't meant only for Bangladeshi readers; it aims to reach photography enthusiasts around the world — both Bengali and English-speaking. We have an active website where anyone can easily download and read it. In shaping Chitrachintaa, I have drawn inspiration from many international online photography journals — FIAP, PSA, and IIG, among others.

Writers from outside Bangladesh have also contributed to this issue. Though calling the authors from West Bengal "foreign" feels awkward — after all, we share the same mother tongue, Bangla. I am especially grateful to the renowned Brazilian writer Leo Saldanha, whose poetic essay on the recently departed legend Sebastião Salgado has added immense value to this issue. For a small editor like me, this is truly an honor.

One simple confession I must make — in making this journal bilingual, I freely took assistance from ChatGPT and Gemini. I cross-checked everything and found that, when used creatively, artificial intelligence can indeed be a valuable collaborator. Without bilingual presentation, the journal could never have achieved international appeal.

Bringing together so many brilliant thinkers and photographers of Bangladesh under one roof brings me great joy. My only wish — may their thoughts and works find recognition on the global stage through Chitrachintaa.

3

Sahadat Parvez's article touches upon the rare archival photographs of Chattogram's historic Jabbar's Boli Khela, which struck a personal chord with me — I too photograph there every year. His piece is rich in information.

Mir Shamsul Alam Babu's essay explores the history of photography studios, particularly in East Bengal — undoubtedly a valuable contribution. Rakibul Hasan's analytical essay on the aesthetics of black and white photography is world-class — a must-read for any serious reader. Shafiqul Alam's short theoretical piece on

deconstruction offers an important international perspective.

Zia Raihan has written an excellent academic piece on the distinction between photo stories and documentaries — an essential read for young photographers. From West Bengal, Ashis Shur's essay Storytelling in Still Life Photography stands out for its originality — we usually tell human-centered stories, but he shows how inanimate objects, too, can be imbued with life and emotion.

Nirmalya Bhattacharya's travel piece on Africa takes readers deep into the vast wilderness of the savanna — a soothing pause amid the theoretical essays. Santosh Rajgaria, the legendary photographer of Purulia, once joined a Chitrachintaa online event while he was alive. His work was also featured in our exhibition. His passing has deeply touched us. His beloved student, Swarup Dutta, has written about him with simplicity, warmth, and affection.

Many still remember the devastating cyclone Gorky that struck the coastal belt of Chattogram in 1991. At that time, a young Ibrahim Iqbal captured some rare photographs — those images today stand as valuable documents of history. I am delighted to include them in this issue.

Cover photo by the exceptional photographer, Elizabeth Wenda (Poland), with sincere gratitude for her inspiring work."

Finally, almost unwillingly, I added one of my own writings — otherwise I would have remained merely a collector! My piece attempts to look at photography through a literary lens — and I leave it to the readers to decide how it resonates with them.

In conclusion, I express my heartfelt gratitude and respect to all writers, photographers, and collaborators who made this possible.

Ahmed Russell

31 October 2025

শশীভূষণের ক্যামেরায় চট্টগ্রামের বলীখেলা

সাহাদাত পারভেজ

আজ থেকে ১১০ বছর আগে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বলীখেলার ছবি তুলেছিলেন আলোকচিত্রী শশীভূষণ দস্তিদার। ১৯১৫ সালের ২৬ এপ্রিল শহরের পুরাতন কাছারী ময়দান থেকে ছবিগুলো তুলেছিলেন তিনি। সেগুলোর মধ্য থেকে দুইটি দুর্লভ আলোকচিত্র ছাপা হয় ওই বছর জুন মাসে রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকার আষাঢ় ১৩২২ সংখ্যায় [১৫শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা]। এই সংখ্যার ৩৫৩ থেকে ৩৫৬ নম্বর পৃষ্ঠায় মোহিনীমোহন দাস একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'চট্টগ্রামের বলীখেলা'। এই প্রবন্ধের সঙ্গেই ছবি দুটি ছাপা হয়। ছবি দুটি চট্টগ্রামের স্থিরচিত্রের আদি নিদর্শন– সন্দেহ নেই। মোহনীমোহন তার প্রবন্ধের টিকায় উল্লেখ করেন, 'চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দস্তিদার মহাশয় কষ্টস্বীকার করিয়া চিত্রগুলি তুলিয়া দিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।–লেখক।'

শত বছরেরও বেশি আগে শশীভূষণ দস্তিদার নামে যে আলোকচিত্রী বক্স ক্যামেরা আর গ্লাস প্লেট নেগেটিভে চট্টগ্রামের বলীখেলার দৃশ্য ইতিহাস নির্মাণ করে গেছেন, তার সম্পর্কে আমাদের ইতিহাসে তেমন কোনো লেখা নেই। ফলে ইতিহাসের অতল গহীণে হারিয়ে গেছেন বাংলা ভূখণ্ডের প্রথম দিককার এই আলোকচিত্রী। শশীভূষণের কথা প্রথম জানতে পারি চট্টগ্রাম ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মউদুদুল আলমের একটি প্রবন্ধ পড়ে। ১৯৯৫ সালে দৈনিক আজাদীর ৩৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'হাজার বছরের চট্টগ্রাম' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই সংখ্যার ১৫৬ থেকে ১৫৮ পৃষ্ঠায় 'ফটোগ্রাফি' শিরোনামে

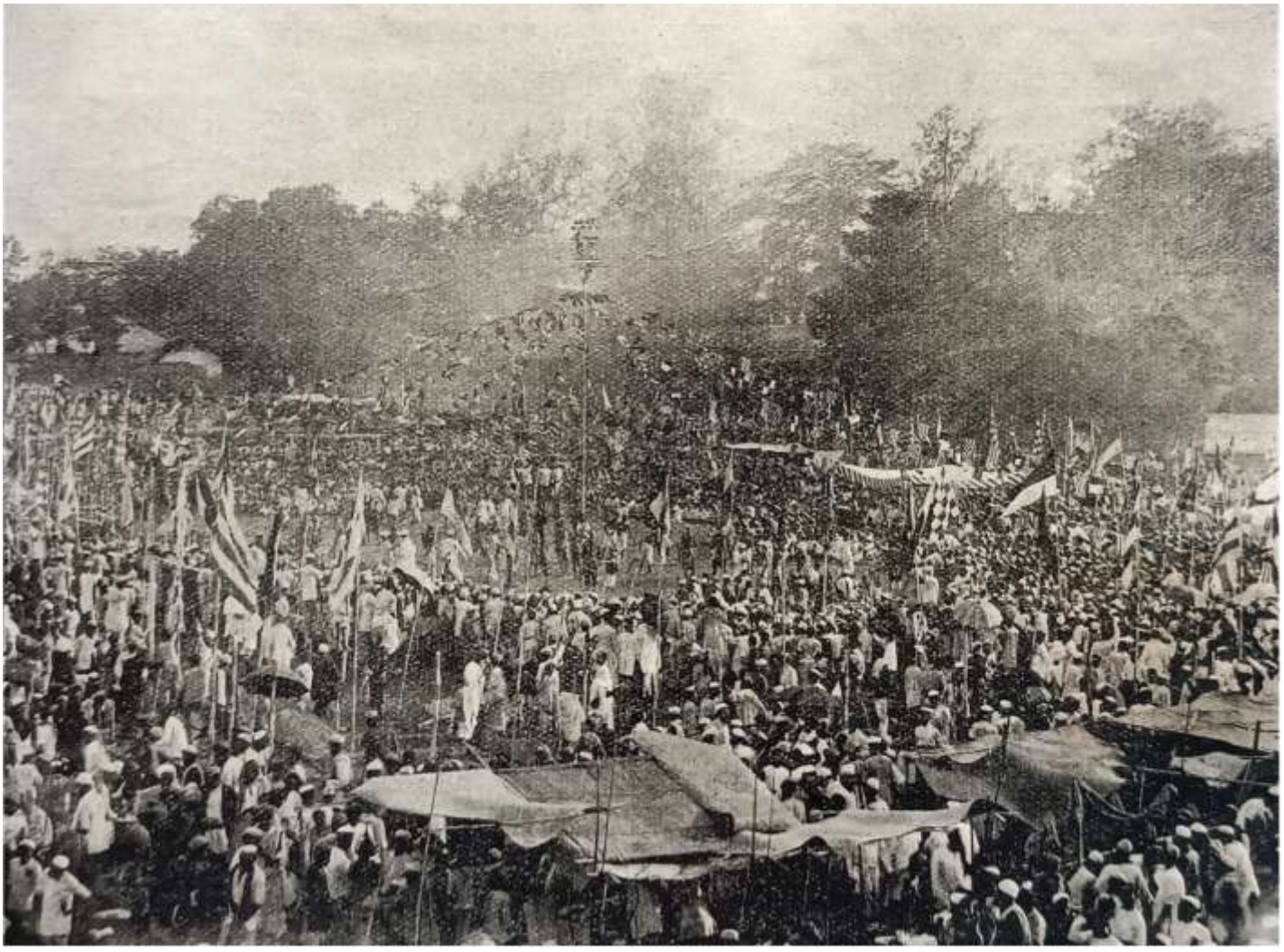

চট্টগ্রামের বলীখেলা [১৯১৫]। আলোকচিত্র : শশীভূষণ দস্তিদার

Chittagong's Bolikhela (1915) | Photographer: Shashi Bhushan Dastidar

মউদুদুল আলমের প্রবন্ধটি ছাপা হয়। সংখ্যাটির একটি অতি পুরনো কপি আমাকে উপহার হিসেবে পাঠান আজাদীর সাহিত্য সম্পাদক আসমা বীথি।

মউদুদুল আলমের প্রবন্ধ পাঠে জানতে পারি, ১৯১৩ সালে শশী দস্তিদার নামে এক রেল কর্মচারী চট্টগ্রাম প্রধান ডাকঘরের বিপরীত দিকে 'ফাইন আর্ট গ্যালারি' নামে একটি স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করেন। তার আগে জমিদার পুত্র নবীন দাশগুপ্ত ও সারদা প্রসন্ন গুহ শট্টগ্রাম শহরে ফটোগ্রাফিচর্চা শুরু করেন। বিশ শতকের শুরুর দিকে তারা চেরাগি পাহাড়ের উত্তর-পুব কোণে 'অরিয়েন্টাল ফটোগ্রাফার্স' এবং কোতয়ালির মোড়ে চট্টল আর্ট স্টুডিও' স্থাপন করেন। তাদের হাত ধরেই চট্টগ্রাম শহরে ফটোগ্রাফির বাণিজ্যিক যাত্রার অভিষেক ঘটে। শশীভূষণ তার ছবি তোলা স্টুডিওর ভেতরেই সীমিত রাখেননি, এই চর্চা নিয়ে গেছেন মানুষের কাছে। ওই সময় আডটডোর

চট্টগ্রামের বলীখেলা [১৯১৫]। আলোকচিত্র : শশীভূষণ দস্তিদার Chittagong's Bolikhela (1915) | Photographer: Shashi Bhushan Dastidar

ফটোগ্রাফি করে তিনি বেশ নাম কামান। বছর দুয়েক আগে মউদুদুল আলমকে ফোন করি শশীভূষণ ও তার কাজ সম্পর্কে জানতে। তিনি জানালেন, শশীভূষণকে জানার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তিনি তার বাবা ওহীদুল আলমের কাছ থেকে শশীভূষণের কথা শুনেছিলেন।

মোহিনীমোহনের প্রবন্ধে শশীভূষণের ছবি দুটির বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম ছবিতে দেখা যায়, ময়দানের মাঝখানে বলীদের নির্দিষ্ট রঙ্গস্থল বাদে চারদিকে কাঁটাতারের দোহারা বেড়া। রঙ্গস্থলের মাঝ বরাবর একটি উচু সুপারিগাছের থাম। তার উপরিভাগে একটি বায়ুচক্র বসানো, তা বাতাসে ঘুরছে। সুপারিগাছের থামটি কাগজে মোড়ানো। তার অগ্রভাগ থেকে কতগুলি রশিতে ঝুলানো বিচিত্র বর্ণের পতাকা। রঙ্গস্থলের একপাশে কয়েকটি সামিয়ানা টাঙানো। বোঝা যায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, উকিল, আমলা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আর নিমন্ত্রিত অতিথিদের বসার জন্যই এই ব্যবস্থা। মোহিনীমোহন লিখেছেন, দর্শকদের পনের আনাই যে মুসলমান ছবিতে টুপিপড়া মানুষের বাহুল্য দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ছবিতে দেখা যায়, পাহাড়ের উপর থেকে বলীখেলা উপভোগ

করছেন হাজার হাজার ক্রীড়ামোদী মানুষ। আর রঙ্গস্থলে বলীদের ঘিরে রেখেছেন নিরাপত্তা প্রহরীরা। এই ছবি সম্পর্কে মোহিনীমোহন লিখেছেন, 'রবাহূত [বিনা নিমন্ত্রণে আগত] ব্যক্তিগণ চারিদিকে দাঁড়াইয়া বসিয়া গাছে ছাদে চড়িয়া এই দৃশ্য দর্শন করে। পাহাড়ের ঢালুগাত্রে লোকগুলি কেমন গ্যালারীর ন্যায় উপবেশন করিয়াছে তাহা ২ নং চিত্র দর্শন করিলেই সহজেই অনুমান করা যাইবে।'

এই লেখা পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক– কে এই মোহিনীমোহন? মোহিনীমোহনের লেখার মধ্যেই তার আভাস আছে। তার বাল্যকাল কাটে কলকাতায়। যৌবনে তিনি বসবাস করেন ঢাকায়। এরপর বিশ শতকের প্রথম দশকে চট্টগ্রামে এসে থিতু হন। তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামের কোহিনুর প্রেসের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। কয়েক বছর চট্টগ্রামে বসবাস করে এখানকার বলীখেলার মধ্যে তিনি যে একটি সজাগ চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন কিংবা এর ভেতরে যে একটা চেতনার আভাস আছে– তা তুলে ধরতেই প্রবাসীতে লিখতে উদ্বুদ্ধ হন। প্রবাসীতে যখন এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার ছয় বছর আগে চট্টগ্রামে বলীখেলার প্রচলন শুরু হয়।

মোহিনীমোহন তার প্রবন্ধে লিখেছেন, "সুবেবাঙ্গালার অন্যান্য জিলায় এরূপ সমারোহ মল্লক্রীড়া [বলীখেলা] অনুষ্ঠিত হয় কি না তাহা জানি না। বাল্যকালে বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতায় এবং যৌবনে ঢাকায় বাসকালে ২/১টি পশ্চিমী পালোয়ানের কুস্তীক্রীড়ার অভিনয় দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এত সমারোহ ও এত আড়ম্বর তাহাতে দেখি নাই। এবং সেখানে মল্লক্রীড়া এরূপ কৌলিক [বংশগত] বারমাসে তের পার্ব্বণের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। এখানকার মল্লক্রীড়ার অনুষ্ঠাতারা প্রত্যেক বৎসর নির্দ্দিস্ট দিনে এই ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পিতার অনুষ্ঠান পুত্রে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অনুষ্ঠানের তারিখ পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপনাদি এবং নিমন্ত্রণপত্র বিলি করিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। নানা স্থানের বলীগণকে আহ্বান করা হইয়া থাকে।'

তিনি আরো লিখেন, 'চট্টগ্রামের বলীখেলার একটা সার্ব্বজনীনতা আছে। এই জিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামে বলীখেলার ছোট বড় মেলা হইয়া থাকে। গাজনের ঢাকে কাঠি পড়িলে যেমন পূর্ব্বকালে চড়কের সন্ন্যাসীদের পিঠ সুড়সুড় করিত, চৈত্র মাসে চট্টগ্রামের বলীদের মধ্যেও তেমনি একটি উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সম্পন্ন হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে অনেকেই রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। সমস্ত জিলা ব্যাপিয়া কতগুলি বলীখেলা হয় তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। এক চট্টগ্রাম নিজ সহরেই ১৫/২০টি খেলার "থলা" [স্থল] হইয়া থাকে। তাহাতে দেশের নানা স্থান হইতে বলীগণ আসিয়া নিজ নিজ দক্ষতা দেখাইয়া যথাযোগ্য পারিতোষিক [পুরস্কার] লাভ করিয়া থাকে। আমরা তন্মধ্যে একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলার বিবরণ দ্বারা পাঠকগণকে তাহার একটা আন্দাজ দিতে চেষ্টা করিব।'
মোহিনীমোহন তার প্রবন্ধে যে বলীখেলার বর্ণনা করেন তা সবার কাছে 'আবদুল জব্বরের বলীখেলা' হিসেবে প্রসিদ্ধ। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের ১৩ তারিখে শহরের পুরাতন কাছারী ময়দানে এই খেলা অনুষ্ঠিত হতো। খেলাকে ঘিরে আগের রাত থেকেই স্থানীয় বাদ্যকরদের ঢোল, সানাই আর বোমের আওয়াজে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতো। আগের দিন সকালে নানা জায়গা থেকে দোকানিরা এসে পসরা সাজাতেন। মেলার মাঠে নাগরদোলা, রাধাচক্র, এমন কি ছোটখাটো সার্কাসের দলও আসতো। সকাল ১০টার পর খেলা শুরু হতো। পাঁচ হাজারের বেশি দর্শক সমবেত হতো ক্রীড়াস্থলে। খেলা আয়োজনে ব্যয় হতো চার থেকে পাঁচশ টাকা।

সাহাদাত পারভেজ
আলোকচিত্রশিল্পী ও গবেষক। বর্তমানে দৈনিক দেশ রূপান্তরের আলোকচিত্র সম্পাদক এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ–এর জার্নালিজম, কমিউনিকেশন অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক। এছাড়া তিনি পাঠশালার আলোকচিত্র সংগঠন 'মুক্তচোখ'–এর প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি, বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইতিহাস অলিম্পিয়ার্ড, বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী ও বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। ড্যাডিসমগ্র, একজন সাইদা খানম, আলোকচিত্রপুরাণ, মধুরিমায় আলাপ : গোলাম মুস্তাফার সঙ্গে, আলোকচিত্রালাপ : পাভেল রহমানের সঙ্গে, শতবর্ষের পথিক–তার উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্রবিষয়ক গ্রন্থ।

Bolikhela of Chittagong in Shashi Bhushan's Camera

By Shahadat Parvej

110 years ago today, photographer Shashi Bhushan Dastidar captured the traditional Bolikhela (wrestling) of Chittagong. He took these photos from the Old Katchari Maidan in the city on April 26, 1915.

Two rare photographs from this collection were published in the Ashar 1322 issue (15th Part, First Volume, Third Issue) of the Prabasi magazine, edited by Ramananda Chatterjee, in June of the same year. In this issue, Mohinimohan Das wrote a long article on pages 353 to 356, titled ‘Chittagong-er Bolikhela’ (The Bolikhela of Chittagong). The two photographs were printed alongside this article. Undoubtedly, these two pictures are the earliest surviving visual records of Chittagong.

In a note within his article, Mohinimohan Das mentioned: "My dear friend, the famous photographer of Chittagong, Srijukta Shashi Bhushan Dastidar Mahasaya, has taken the trouble of taking these pictures and has thus earned our eternal gratitude. - The Author."

The Elusive Photographer

There is very little written history about Shashi Bhushan Dastidar, the photographer who, over a century ago, used a box camera and glass plate negatives to construct the visual history of the Chittagong Bolikhela. Consequently, this early photographer of the Bengal region has been lost in the depths of history.

I first learned about Shashi Bhushan by reading an article by Moududul Alam, the founder and general secretary of the Chittagong Photographic Society. In 1995, on the occasion of the 35th anniversary of the Daily Azadi, a special issue titled ‘Hazar Bochorer Chattagram’ (A Thousand Years of Chittagong) was published. Moududul Alam's article, titled ‘Photography’, was printed on pages 156 to 158 of that issue. Asma Bibi, the literary editor of Azadi, gifted me a very old copy of this issue.

The Dawn of Commercial Photography in Chittagong

From Moududul Alam’s article, I learned that in 1913, a railway employee named Shashi Dastidar established a studio called ‘Fine Art Gallery’ opposite the Chittagong General Post Office.

Before him, Nabin Dasgupta (son of a Zamindar) and Sarada Prasanna Guha began practicing photography in Chittagong city. In the early 20th century, they established ‘Oriental Photographers’ at the north-east corner of Cheragi Pahar and ‘Chittal Art Studio’ at Kotwali intersection. Their efforts marked the inauguration of commercial photography in Chittagong.

Shashi Bhushan did not limit his photography to the indoors of his studio; he took his practice to the people. He became quite famous for his outdoor photography during that time. A couple of years ago, I called Moududul Alam to ask about Shashi Bhushan and his work. He informed me that the possibility of finding out more about Shashi Bhushan was very slim, and that he had heard about him from his father, Ohiydul Alam.

Description of the Photographs

Mohinimohan Das’s article contains a description of Shashi Bhushan's two photographs.

• The first photo shows a double fence of barbed wire surrounding the designated arena for the wrestlers in the middle of the field. A tall betel nut tree pole stands in the center of the arena. A windmill is fixed atop it, spinning in the wind. The betel nut pole is wrapped in paper, and multi-coloured flags are suspended from its top with ropes. A few awnings (canopies) are pitched on one side of the arena, clearly arranged for the seating of high-ranking government officials, lawyers, administrative staff, noble personalities, and invited guests. Mohinimohan wrote that the proof that the audience paid one anna (a small coin) can be seen by the abundance of Muslim men wearing caps in the picture.

• The second photo shows thousands of sports enthusiasts enjoying the Bolikhela from atop a hill. Security guards surround the balis (wrestlers) in the arena. Regarding this picture, Mohinimohan wrote: "The uninvited (those who came without invitation) persons stood, sat, and climbed trees and roofs all around to witness this

spectacle. How the people are seated on the slope of the hill like a gallery can be easily inferred by looking at picture no. 2."

Mohinimohan Das and the Bolikhela

As one reads this article, the question naturally arises: Who was this Mohinimohan? His writing offers some clues. His childhood was spent in Kolkata, and he lived in Dhaka during his youth. He then settled in Chittagong in the first decade of the 20th century. He was probably the proprietor of Chittagong's Kohinoor Press. After living in Chittagong for several years, he was inspired to write in Prabasi, highlighting the vibrant character and underlying spirit he saw in the Bolikhela there. The tradition of Bolikhela had begun in Chittagong six years before this article was published in Prabasi.

Mohinimohan wrote in his article:

"I do not know whether such a festive wrestling match is held in other districts of Suba Bengal [Lower Bengal]. I saw the performance of one or two Western Pahlowan (wrestler) wrestling during my childhood in Calcutta, the greatest city in Bengal, and during my youth in Dhaka, but I did not see such a grand ceremony and pomp there. And there, wrestling is not an ancestral or traditional part of the 'thirteen festivals in twelve months.' The organizers of the wrestling match here hold this event every year on a specific date. The son continues the event established by the father. The date of the event is announced everywhere beforehand through advertisements and invitations. Wrestlers from various places are invited."

He further wrote:

"The Bolikhela of Chittagong has a universality. Small or large Bolikhela fairs take place in almost every village of this district. Just as the sound of the Gazon drum would make the backs of the Charok ascetics tingle in the past, a similar frenzy is observed among the balis of Chittagong in the month of Chaitra. For this reason, many wealthy Hindus and Muslims spend huge amounts of money. It is difficult to count how many Bolikhelas take place across the entire district. In Chittagong city alone, 15 to 20 'tholas' (places) of the sport are held. Wrestlers from various parts of the country come there, demonstrate their skills, and win appropriate prizes. We will try to give the readers an estimate of this by describing one of the best of these games."

Abdul Jabbar's Bolikhela

The Bolikhela described by Mohinimohan in his article is famous to everyone as 'Abdul Jabbar's Bolikhela'. This match was held every year on the 12th day of the month of Baishakh at the Old Katchari Maidan in the city. The night before the match, the sounds of drums, shehnai (clarinets), and bombs from local musicians made the area vibrant. Shopkeepers from various places arrived the morning before to set up their stalls. The fairgrounds featured Ferris wheels, the Radha Chakra (a large wheel ride), and even small circus troupes. The match began after 10 a.m. More than five thousand spectators gathered at the venue. The event cost between four and five hundred taka to organize.

Editor's Note: In Chittagong, Katchari Maidan primarily referred to the field in front of the court and administrative offices. However, since these offices were historically near the Laldighi Maidan, many people used to call it Katchari Maidan. In reality, Jabbar's Bolikhela has been held at Laldighi Maidan since 1909, which remains its designated location today. Presently, Katchari Maidan refers to the field adjacent to the DC office, which is separate from Laldighi Maidan.

ফটোগ্রাফিক স্টুডিও : ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

মীর শামছুল আলম বাবু।

ফটোগ্রাফি ফটোজ ও গ্রাফোজ শব্দের সমষ্টি এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ আলো দিয়ে চিত্র অঙ্কন। বর্তমান বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই যুগে ফটোগ্রাফি শুধুমাত্র আলো দিয়ে অঙ্কিত না হলেও প্রধানত এবং মূলত তাই-ই। ইউরোপীয় আবিষ্কার ফটোগ্রাফির প্রসার ও প্রচার ইউরোপেই বিস্তার বিশ্বব্যাপী। আমাদের উপমহাদেশে ফটোগ্রাফির প্রচলন উপনিবেসিক আমলে ১৮৪০ দশকে ইউরোপীয়দের দ্বারাই। উপমহাদেশে প্রথম ক্যামেরা এসেছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে। ১৮৩৫ সালে রবার্ট টাইলার নামের এক ব্রিটিশ সেনার উপমহাদেশে ক্যামেরা আনার কোথা শোনা যায়। ১৮৪৮ সালে মি শ্রানজোফার নামক এক ব্যক্তির কোলকাতার ২ নং কিড স্ট্রিটে একটি স্টুডিও স্থাপনের কথা জানা যায়- যিনি "দ্যাগুয়েটাইপ" ও "ক্যালোটাইপ" দুই পদ্ধতিতেই ছবি তুলতেন বলে জানা যায়। সেই সময় ডালহৌসি স্কয়ার, এসপ্ল্যানেড, বেন্টিক স্ট্রিট ও জানবাজারে কয়েকটি স্টুডিও ছিল- যার সবগুলোই ছিল সাদা চামড়ার ইউরোপীয় ফটোগ্রাফারদের স্টুডিও। এইসব ইউরোপীয় ফটোগ্রাফারদের সহকারী ও স্টুডিওতে কাজের সুত্রেই এদেশীয়দের ফটোগ্রাফিতে হাতেখড়ি হয়।

ভারতীয়দের মধ্যে কে প্রথম ফটোগ্রাফার তা বলা যেমন কঠিন, তেমনি বলা কঠিন বাঙালিদের মধ্যেকার প্রথম ফটগ্রাফারের নাম। ফটোগ্রাফি বিষয়ক এদেশীয় প্রথম সংগঠন "ফটোগ্রাফিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" এর প্রতিষ্ঠা ১৮৫৬ সালের ২ জানুয়ারি। সাংগঠনিকভাবে ফটোগ্রাফিতে বাঙালিদের অংশগ্রহণ তখন থেকেই। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত উপমহাদেশের প্রথম ফটোগ্রাফিকে প্রদশনীর ৩৮ জন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১৭ জন ছিলেন বাঙালি। ১৮৫৭ সালে সংগঠিত সিপাহি বিদ্রোহের বেশ কিছু ছবি তোলা হয়েছিল বলে জানা যায়।

সেই সময় গৃহাভ্যন্তরে বা গৃহের বাইরে ত্রিপয়া'র উপর কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলার প্রচলন ছিল, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যতিত অন্য জিনিসের ছবি তোলা হত বেশি, মানুষের ছবি তুললেও তা বিভিন্ন জায়গায় তোলা হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্থানে ক্যামেরা রেখে মানুষের ছবি তোলার স্টুডিও চালু হয় আরো কিছু পরে। ১৮৬২ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় "দ্যা বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স" স্টুডিও মালিক নীলমাধব দে। আরেকটি বিখ্যাত স্টুডিও "বোর্ন এন্ড শেফার্ড"- যা ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজও চলছে। ১৮৮০-৯০ দশকে ফটোগ্রাফি সমাজের প্রতিষ্ঠিতজনদের কাছ থেকে মধ্যবিত্তদের নাগালে আসে। ফটোগ্রাফির প্রচলন বাড়তে থাকে।

Minit Camera

আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ তখন বঙ্গের এক অবহেলিত জনপদ। বাংলার সব তখন কোলকাতা কেন্দ্রিক। এই

অবহেলিত বঙ্গের প্রথম ছবি তোলা হয় ঢাকার কাছাকাছি অনির্ণীত একটি গ্রামের জীবন যাত্রার ছবি সেই ১৮৫৬ সালে। ছবিটি কোডাক জাদুঘর (ইস্টম্যান মিউজিয়ম)-এ সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশের ন্যাশনাল আর্কাইভে দুই একটি "দ্যাগুয়েটাইপ" ফটোগ্রাফ সংরক্ষিত আছে। আর সেই আমলের পুরাতন ছবি আছে আহসান মঞ্জিলে। সেই সময় ১৮৯৬ সালেই এই অঞ্চল তথা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষায় ফটোগ্রাফির তৃতীয় বই "প্রভাচিত্র বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা" যার লেখক ও প্রকাশক আনন্দকিশোর ঘোষ।

এদেশের বা এই বঙ্গের যে লোকের প্রথম ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়- তা নবাব খাজা আলীমুল্লাহর, যিনি ছিলেন ঢাকার প্রথম নবাব এবং ঢাকা নবাব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। উনি ১৮৫৮ সালের ২৪ আগস্ট ইন্তেকাল করেন সুতরাং তার ফটোগ্রাফটি তার আগে তোলা এবং অবশ্যই ছবিটি ঢাকায় নয় - কোলকাতায় বা তৎকালের অন্য কোন বড় শহরে তোলা। উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তার পৌত্র নবাব খান বাহাদুর আহসান উল্ল্যাহ এবং তার পুত্র নবাব খাজা সলিমুল্ল্যাহ (প্রিন্স অব ঢাকা) খুবই আগ্রহ ভরে ফটোগ্রাফির চর্চা করতেন- কোলকাতায় ও ঢাকায়; সেটা ১৮৯০ দশকের কথা। হিন্দু জমিদার, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তি আর ঢাকার নবাবদের হাত থেকে ফটোগ্রাফি পূর্ব বঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) আসে পরবর্তিতে বাংলা চলচ্চিত্রের জনক হওয়া মানিকগঞ্জের হীরালাল সেনের হাত ধরে। হীরালাল সেনের দাদা ও বাবা ছিলেন আইনজীবী ঢাকার নবাবদের আইনগত দিক তারাই দেখাশনা করতেন। সেই সুত্রেই বাবা চন্দ্রমোহন সেনের সঙ্গেই হীরালালের আহসান মঞ্জিলে যাতায়াত এবং ধারনা করা যায়- সেখান থেকেই তার ফটোগ্রাফির প্রতি আগ্রহের শুরু।

1915, KM Afzal

হীরালাল সেন পূর্ববঙ্গে প্রথম স্টুডিও করেন "সেন এন্ড ব্রাদার্স" নামে ১৮৯০ দশকের শেষের দিকে সেনদের গ্রামের বাড়ী মানিকগঞ্জের বগজুরী গ্রামে- সেখানে তিনি ফটোগ্রাফি চর্চা করতেন - পরবর্তীতে তিনি ১৮৯৮ সালে ফটোগ্রাফিতে স্বর্ণপদক জয় করেন এবং এতদ অঞ্চলের চলচ্চিত্রের সূচনাকারী হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। একই বছর ফেব্রুয়ারিতে কোলকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার ফ্রিজ ক্যাপ তার কলকাতার জমজমাট স্টুডিও "এফ ক্যাপ এন্ড কোম্পানি" বিক্রি করে ঢাকায় চলে আসেন এবং নবাবদের আনুকূল্যে ওয়াজঘাটের ৮ নং বাড়িতে "ক্যাপ ফ্রিৎজ ফটোস" নামে স্টুডিও শুরু করেন। ১৯০০ শতকের পর বাঙালি

মুসলমানরা রক্ষণশীল মন মানসিকতার খোলস ছেড়ে বেড়িয়ে ফটোগ্রাফি চর্চা শুরু করে। তাদের হাত ধরে এই ফটোগ্রাফি চর্চা এগিয়ে যেতে থাকে।

১৯১০ সালে ঢাকার নবাবপুর রোডে "আর সি দাস এন্ড সন্স" নামে ঢাকার প্রথম বাণিজ্যিক স্টুডিও চালু হয়। এছাড়া পরবর্তীতে চালু হয় খাজা আফজালের স্টুডিও, খাজা সোলেমান কাদের এর স্টুডিও, চারুচন্দ্র গুহের স্টুডিও, টেকনিক্যাল আর্ট স্টুডিও, ডস এন্ড কোম্পানী স্টুডিও, সেন স্টুডিও, স্টার স্টুডিও, মিউজিক্যাল মার্ট ইত্যাদী। এর মধ্যে 'ডস স্টুডিও' এব 'মিউজিক্যাল মার্ট স্টুডিও' বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও বহুদিন টিকে ছিল। এসময়ই বিভিন্ন জেলা সদরে দু-একটা স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। ময়মনসিংহে সুবল চন্দ্র সাহা ও আর দে'র স্টুডিও, নোয়াখালীর অশ্বিনীকুমার ব্যানার্জী ও জানকীনাথ সেনের স্টুডিও, ফরিদপুরের সতীশচন্দ্র সিকদারের স্টুডিওগুলোর নাম জানা যায় ইতিহাস থেকে। এই স্টুডিওগুলোতে তৎকালের বঙ্গ অঞ্চলের পুর্বাংশ তথা বর্তমান বাংলাদেশে ভূখন্ডের মানুষজনের ফটোগ্রাফির প্রয়োজন পুরন করতো। যদিও তখন এই মুসলিম প্রধান অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্মীয় কারনে খুব একটা ছবি তুলতো না- একান্ত প্রয়োজন (সরকারী কাজ, বিদেশ গমন, হজ্বে গমন ইত্যাদি) ও মুলত হিন্দু লোকজনের কারনেই স্টুডিওগুলো ঠিকে ছিল। সেই সময় থেকে পরবর্তী দশকগুলোতে এভাবে চলতে থাকে এই অঞ্চলের স্টুডিওগুলো।

Bengal Studio Dacca 1920

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্টুডিওর সংখ্যা বেড়ে যায়- যদিও দেশবিভাগের কুফলে ধর্মের বিভাজনে অনেক দক্ষ বিশেষত হিন্দু ধর্মের ফটোগ্রাফারগন পুর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে যায়- তেমনি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আসে কয়েকজন ফটোগ্রাফার- যারা মুলত উর্দুভাষী মুসলিম। দেশ বিভাগের ঠিক পরপর এই আসা যাওয়া, স্টুডিওর মালিকানা বদল, পেশা বদল- ইত্যাদি কারনে স্টুডিও সেক্টরে 'হজবরল' অবস্থা বিরাজ করে। আস্তে আস্তে কিছুদিনের মধ্যেই থিতু হয়ে যায় সব কিছু।

সেই সময় শখের বশবর্তী হয়ে স্টুডিওতে এসে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নিজের, পরিবারের ছবি তুলতে পছন্দ করত অনেকে, বিশেষ

করে নব দম্পতিদের দেখা যায় বিয়ের পর স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলার রেওয়াজ ছিল। স্টুডিওগুলো তখন পরিচালিত হত ওপার থেকে আসা উর্দুভাষি অল্প শিক্ষিত ফটোগ্রাফারদের দ্বারা। তবে তখন স্টুডিও পরিচালনা সহজ ছিল না। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল বিদ্যুৎ সরবরাহের অপ্রতুলতা। জেলা শহরে অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, মফঃস্বলে বিদ্যুৎ না থাকার বিকল্প হিসাবে দিনের আলোকে পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করে আগের আমলের 'ডে লাইট স্টুডিও' পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল।

Zulika Banu 1918, Technical Art Studio Dacca

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাস থেকে ভারতে আসা যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট প্রথা চালু হলে এবং চাকুরীর আবেদন পত্রে ছবি সংযুক্তির নিয়মের ফলে ব্যাপক আকারে ছবি তোলার প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়। স্টুডিও আর অভিজ্ঞ কলাকুশলীর সংঙ্কট দেখা দেয়। তখন প্রচলতি ছিল গুরু শিষ্য পদ্ধতি। ফলে একজন ডার্করুম কর্মীর ক্যামেরাতে হাত দিতে দিতে অনেক বছর লেগে যেত। তবুও সময়ের প্রয়োজনে গড়ে উঠে বহু স্টুডিও।

৫০ এর দশকে পুর্ববঙ্গে ফটোগ্রাফি আরো অন্যান্য দিকে সম্প্রসারিত হয়- পত্রপ-ত্রিকায় ফটোগ্রাফির ব্যবহার বাড়তে থাকে- বিশেষ করে নিউজ ফটোগ্রাফি- প্রথম দিকে পত্রিকায় ছবি তোলা, প্রসেস প্রিন্ট এমনকি ব্লক বানানোর কাজও স্টুডিওগুলোকে করতে হত। এরপর পত্রিকাগুলো যখন তাদের নিজস্ব ফটোগ্রাফার রাখতে শুরু করলো- তখনও স্টুডিও থেকেই তাদের নেওয়া হত- আর ফটোগ্রাফির তোলার পরের কাজগুলো স্টুডিওগুলোতেই করতে হত- কারন প্রথমদিকে পত্রিকাগুলোর নিজেদের ডার্করুম ছিল না। এক্ষেত্রে